সমকাল

তারিখ · 12 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

বদরুলরা কেন চাপাতিনির্ভর

সমাজ | আমিনুল ইসলাম

শিক্ষক ও গবেষক

একটা মিথ্যা কথা আপনি যখন বারবার বলবেন, তখন সেই মিথ্যাকেই আপনার সত্য বলে মনে হবে। আপনি সেই মিথ্যাকেই এক সময় সত্য হিসেবে ধরে নেবেন। ব্যাপারটি যে পুরোপুরি মিথ্যা, সেটি আপনি বেমালুম ভুলে যাবেন। তখন আপনার মাঝে একধরনের ভ্রম কাজ করবে। সেই ভ্রম যে করেই হোক মিথ্যাটিকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু বাস্তবে তো একটা মিথ্যা, শেষ পর্যন্ত মিথ্যাই থেকে যায়। তাই যে মানুষটি একটা মিথ্যাকে বারবার সত্য হিসেবে ধরে নিচ্ছে কিংবা নিজের মাঝে ধারণ করছে, সেই মানুষটি যখন বাস্তবে ওই মিথ্যাটিকে সত্য হিসেবে প্রয়োগ করতে যায়, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ধরুন, আপনি সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছেন– আপনিই হচ্ছেন দেশসেরা অভিনেতা। যদিও আপনি হয়তো ভালোমতো অভিনয়ই করতে পারেন না। এখন এই মিথ্যা ব্যাপারটি আপনি যখন সব সময় বলে বেড়াবেন, তখন এক সময় আপনি নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করবেন– আপনি ভালো অভিনেতা। কিন্তু বাস্তবে যখন লোকজন আপনাকে ভালো অভিনেতার স্বীকৃতি দেবে না, দিতে চাইবে না, তখনই আপনার মাঝে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। যেই মানুষটি আপনাকে স্বীকৃতি দিতে চাইবে না, আপনি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করতে পারেন; এমনকি যেই সমাজ আপনাকে স্বীকৃতি দিতে চাইবে না, সেই সমাজকেও আপনি ঘৃণা করতে শুরু করতে পারেন!

একটা মিথ্যাকে যেমন বারবার বললে সত্য মনে হয়, ঠিক তেমনি আমরা প্রতিদিন চলতে-ফিরতে কথা বলার জন্য যেই ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করি, সেগুলো আমাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় আমরা এই বিষয়গুলোর ওপর তেমন নজর দেই না। হয়তো একটি পরিবারে বাবা-মায়েরা বাচ্চার সামনেই এমন সব ভাষা ব্যবহার করছেন, যেটা তাদের করা উচিত নয়। ধরুন, আপনি কথার ছলে রেগে গিয়ে বলে ফেললেন– 'একদম থাপ্পড় মেরে গালের সবগুলো দাঁত ফেলে দেব।' আপনার পাশেই হয়তো বসে থাকা তিন বছরের বাচ্চার কিন্তু তখনও পুরোপুরি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ওই ছোট বয়সে সে হয়তো ভেবে বসবে, থাপ্পড় মেরে হয়তো গালের দাঁত ফেলে দেওয়া যায়!

এই বাচ্চাটিই যখন আরেকটু বড় হয়ে স্কুলে কিংবা কলেজে যাচ্ছে, তখন তার সঙ্গীদের কাছ থেকে কিংবা সমাজের অনেকের কাছ থেকেই হয়তো আরও এমন সব শব্দ বা ভাষা ব্যবহার শুনছে বা নিজেই ব্যবহার করছে, যেগুলো হয়তো তারা বাস্তবে সেই অর্থে করে না, কেবল কথার ছলে বলে বেড়ায়; কিন্তু এই শব্দ বা ভাষাগুলো যখন নিয়মিত ব্যবহার করা হয়, তখন সেটি তার মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করে। আপনি যেই ভাষা বা শব্দগুলো নিয়মিত ব্যবহার করছেন, সেটি অবশ্যই আপনার মনোজগৎকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। কারণ কথা শব্দ বা ভাষাগুলো গলা কিংবা মুখ দিয়ে বের হলেও এটি মূলত তৈরি হয় আমাদের মনে। আমরা যা মনে মনে ভাবি, সেটাই কিন্তু শব্দ বা ভাষার আকারে আমাদের গলা দিয়ে বের হয়।

আর এই পুরো মনোজগৎটা আসলে তৈরি হয় আমাদের আশপাশের মানুষজন যে শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করে, যে ধরনের আচরণ করে সেগুলো থেকে। এখন আপনার আশপাশের মানুষজন যদি কারও সঙ্গে ঝগড়া করে, তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বা এ ধরনের কিছু বলে বেড়ায়, তাহলে আপনিও হয়তো এ ধরনের ভাষা বা আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে পারেন।

সিলেটে যে মেয়েটিকে চাপাতি দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, সে মেয়েটির কাছে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওই ছেলে এমন কাজ করেছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। ভালোবেসে কিংবা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুরুষ সঙ্গীরা যে অতীতে জঘন্য কাজ এর আগে এ দেশে করেনি, এমন কিন্তু নয়। অবশ্যই করেছে। 'এসিড সন্ত্রাস' কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। দেখা যেত, চমৎকার দেখতে একটা মেয়ের কাছ থেকে একটা ছেলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসিড মেরে ওই মেয়ের মুখ ঝলসে দিয়েছে। সামাজিক আন্দোলন এবং এসিডের ব্যবহার ও সতর্কীকরণের কারণে এ ব্যাপারটি আমাদের সমাজে এখন অনেক কমই ঘটে।

তাহলে সিলেটের বদরুল নামে ওই ছেলেটি কেন চাপাতি নিয়ে মেয়েটার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ল? এর একটা কারণ হতে পারে, চাপাতি দিয়ে জঙ্গি হামলা ও মানুষ হত্যার ব্যাপারটি গত প্রায় বছর দুয়েক ধরে এ সমাজে বেশ আলোড়ন তুলেছে। লোকজন 'চাপাতি দিয়ে কোপানো' ব্যাপারটি নিয়ে আজকাল হাটে, মাঠে, ঘাটে আলোচনা করে। অনেকে হয়তো কথার ছলে কারও সঙ্গে ঝগড়া হলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারও সঙ্গে মতানৈক্য হলেও বলে ফেলে– 'চাপাতি দিয়ে কোপানো দরকার!'

সমাজে এই শব্দ বা ভাষাগুলো যে বারবার ব্যবহার হচ্ছে, সেটি কিন্তু আমাদের মনে প্রভাব ফেলছে। যে প্রভাবের ফলে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হয়তো এখন ছেলেপেলেরা চাপাতি হাতে তুলে নিচ্ছে। কারণ তার মনোজগতে হয়তো চাপাতিই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

তাই সমাজে চলতে-ফিরতে আমরা কোন ধরনের ভাষা ব্যবহার করছি, সেই ভাষাগুলো সমাজে কেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে– এই বিষয়ে সবারই উচিত লক্ষ্য রাখা। আমার ঠিক জানা নেই, কোন ধরনের ভাষা আমাদের প্রকাশ্যে ব্যবহার করা উচিত কিংবা উচিত নয়, এ ধরনের কোনো নিয়ম আছে কি-না কিংবা কেউ যদি ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেই ফেলে, তাহলে আইন তাতে কী বলে– এ ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিত। তবে এসব বিষয় আসলে আইন করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সামাজিক আন্দোলনই আসলে সবচেয়ে ভালো ফল দেবে বলে মনে হয়। সমাজের মানুষগুলো যদি বুঝতে সক্ষম হয় যে, এসব ভাষা ব্যবহার করলে সেটা ব্যুমেরাং হয়ে একসময় নিজেদের কাছেই ফিরে আসতে পারে, তাহলে তারা নিজেরাই আর সেটি ব্যবহার করবে না। আর সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, গণমাধ্যমের ভূমিকা অন্যতম।

একটা সময় ছেলেপেলে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেবদাস হওয়ার চেষ্টা করত ফেরারি হয়ে কিংবা বড় বড় দাড়ি-গোঁফ রেখে। সাহিত্য, গল্প কিংবা কবিতায় প্রেম, ভালোবাসা কিংবা ভালো লাগার বিষয়গুলো যেভাবে উপস্থাপন করা হয় কিংবা প্রত্যাখ্যাত হলে চমৎকারভাবে সেটিকে উপস্থাপন করা হয়, এ ব্যাপারটির প্রতিফলন হয়তো এখনকার ছেলেপেলেদের মাঝে খুব একটা দেখা যায় না। এর কারণ হচ্ছে– তারা হয়তো গল্প, উপন্যাস পড়ে না কিংবা পড়তে চায় না।

গল্প, উপন্যাস পড়তে না চাইলেও একটা সময় হয়তো সিনেমা কিংবা টেলিভিশন নাটকগুলো গল্প, উপন্যাসের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকত। তাই মানুষজন সিনেমা, নাটক দেখেও ভালো লাগা, ভালোবাসার বিষয়গুলো কীভাবে বহিঃপ্রকাশ করতে হয়, তার একটা ধারণা পেত। আজকাল সিনেমা, নাটকে এমন সব ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেটিও আসলে অনেক সময় গ্রহণযোগ্য নয়। প্রেম, ভালোবাসার মতো বিষয়গুলো আজকাল নানা দেশি-বিদেশি নাটকগুলোতে এমন জটিলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, সেখান থেকে আসলে খুব ভালো কিছু আর শেখার মতো থাকছে না। আপনি যদি সব সময় দেখেন ভালোবাসার মাঝে জটিলতা, কুটিলতাই বেশি; তাহলে সেটি আপনার মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করতেই পারে!

গণমাধ্যমগুলোর উচিত হবে এ বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসা। যাতে আমাদের আগামী প্রজন্মের ছেলেপেলেরা কেবল ভাষাগত দিক নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে।